আগ্রহপ্রকাশের আহবান (Call for Expression of Interest for One Local Humanitarian Partner)

১. ToGETHER!-Towards Greater Effectiveness and Timeliness in Humanitarian Emergency Response

মাল্টিজার ইন্টারন্যাশনাল (Malteser International) জার্মানির ফেডারেল পররাষ্ট্র অফিসের সহযোগিতায় বাংলাদেশে "ToGETHER!-Towards Greater Effectiveness and Timeliness in Humanitarian Emergency Response" শিরোনামে একটি স্থানীয়করণ (Localization) প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের প্রথম ধাপের মেয়াদ ছিলো চার বছর (মার্চ ২০২০- এপ্রিল ২০২৪) এবং যা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার মোট ৮টি দেশের ৪০টি জাতীয় বা স্থানীয় এনজিও বা সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং পাশাপাশি অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা আরোও শক্তিশালী করার ফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে স্থানীয় মানবিক সহায়তাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসগুলোর (LNGOs) যে কোন ধরনের মানবিক সংকটে যথাসময়ে কার্যকর সাড়াদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্প সম্পর্কে আরোও বিস্তারিত জানা যাবে প্রকল্পের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে https://together-for-localisation.org

টুগেদার প্রকল্পটির দ্বিতীয় ধাপে (মে ২০২৪- এপ্রিল ২০২৭) প্রকল্পের অংশীজনেরা একে অপরের পরিপূরক ও মর্যাদাপূর্ণ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। পাশাপাশি, প্রকল্পটি বিভিন্ন মানবিক সঙ্কটে সর্বপ্রথম ও প্রধান সাড়াদানকারী হিসেবে স্থানীয় অংশীদারদের অবদানকে উৎসাহিত এবং সংগঠিত করতে সহায়তা করবে। বর্তমানে বাংলাদেশের চারটি মানবিক সয়ায়তাকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের সরাসরি অংশীদার হিসেবে কাজ করছে। টুগেদার প্রকল্প আরোও একটি মানবিক সহায়তাকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি অংশীদার হিসেবে কাজ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

টুগেদার ২.০ শুরু হয়েছে ১ মে ২০২৪ এবং মেয়াদ শেষ হবে ৩১ মে ২০২৭। প্রকল্পে স্থানীয় মানবিক সংস্থাগুলোর চাহিদা ও অগ্রাধিকার এবং দেশের বৃহত্তর মানবিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে দক্ষতা শক্তিশালীকরণ এবং বিনিময় কার্যক্রমগুলো নেয়া হবে। পাশাপাশি সমমনা আরও কিছু স্থানীয় সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য টুগেদার ২.০ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর ফলে স্থানীয় মানবিক সংস্থাগুলো উদ্ভাবনী মানবিক কার্যক্রমে ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তহবিল পাবে। একই সাথে এই প্রকল্পটি স্থানীয় মানবিক সংস্থাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান করবে। পাশাপাশি জ্ঞান বিনিময়, শেখা, ও প্রমাণ ভিত্তিক উত্তম অনুশীলনের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। সকল অংশীদারের পারস্পারিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করবে।

২. মাল্টিজার ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাবলি ও বাংলাদেশের এর কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা

অর্ডার অফ মাল্টার বিশ্বব্যাপী ত্রাণ সংস্থা-মাল্টিজার ইন্টারন্যাশনাল আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার ৩৫টিরও অধিক দেশে মানবিক সহায়তায় কাজ করে থাকে । সংস্থাটি ধর্ম, উৎস, কিংবা রাজনীতিক সম্পদকে বিবেচনায় না নিয়ে, যাদের প্রকৃতপক্ষে সাহায্য প্রয়োজন তাদের জন্যই কাজ করে থাকে। এর রূপকল্প বা অভীষ্ট হলো জরুরী ত্রাণ সরবরাহের পাশাপাশি পুনর্বাসনেও কাজ করা। এছাড়া সংস্থাটি জরুরি ত্রাণ এবং টেকসই উন্নয়নের মধ্যকার সেঁতুবন্ধনেও কাজ করে থাকে। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন মানবিক নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্রাণ সহায়তা/মানবিক সহায়তা কার্যক্রম, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (ওয়াশ), জীবিকা ও সামাজিক কর্মসূচি এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সংস্থাটি কাজ করে থাকে।

২০১৭ সালে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা আগমনের ঠিক পর থেকেই মাল্টিজার ইন্টান্যাশনাল বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে কক্সাবাজার, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, এবং দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যাকবলিত জেলা কুড়িগ্রামে সংস্থাটি কাজ করছে। বাংলাদেশে সংস্থাটির কান্ট্রি অফিস/ বাংলাদেশের প্রধান অফিস ঢাকায় অবস্থিত। পাশাপাশি, স্থানীয় হোস্ট কমিউনিটির একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, এর জন্য কক্সবাজারে মাঠ পর্যায়ে একটি অফিস রয়েছে। বাংলাদেশে মাল্টিজার ইন্টারন্যাশনালের ১০ জন কর্মী রয়েছে এবং ৫টি অংশীদারী সংস্থার সাথে কাজ করছে। মাল্টিজার ইন্টারন্যাশনাল সাধারণত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, পুষ্টি পরিষেবা, ওয়াশ কার্যক্রম, জীবিকা/ আয় বর্ধমূলক কাজ, দুর্যোগ প্রসস্তুতি এবং দুর্যোগের পরে ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংস্থাটি পাশাপাশি স্থানীয় মানবিক সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও কার্যকর স্থানীয়করণ প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের ২ এপ্রিল সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন লাভ করে (রেজিস্টেশন নাম্বার- ৩৪০১)।

৩. আবেদন সংক্রান্ত তথ্য ও নির্বাচনের প্রক্রিয়া

তিন বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের সরাসরি অংশীদার হতে আগ্রহী এবং উৎসাহী স্থানীয় মানবিক সংস্থার কাছ থেকে আমরা আবেদন প্রত্যাশা করছি। অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়াটি দুই ধাপে সম্পন্ন করা হবে। প্রথম পর্যায়ে, আপনার আগ্রহ, অনুপ্রেরণা, প্রত্যাশা এবং সংযোজন মানের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাইয়ের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে ১টি স্থানীয় মানবিক সংস্থা নির্বাচন করা হবে। চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত সংস্থা অন্যান্য স্থানীয় মানবিক সহায়তাকী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এবং পাশাপাশি এই প্রকল্পের সার্বিক সফলতার জন্য কাজ করবে।

অনুগ্রহ করে, আবেদন ফরমটি পূরণ করবেন। এই আবেদন ফরমে আপনার সংস্থা সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যাবলি, কেন এই প্রকল্পে সম্পৃক্ত হতে চান সে বিষয়ে উপস্থাপনা, প্রকল্প থেকে আপনার প্রত্যাশা এবং আপনার সংস্থা কিভাবে এই প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো বেশি সফল ও ফলপ্রসূ করতে পারবে সেই বিষয়সমূহ উল্লেখ করুন। নির্বাচনের জন্য উল্লেখিত বিষয়সমূহ প্রধান যোগ্যতা বা মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুগ্রহ করে আবেদন ফরমে উল্লেখিত অন্যান্য সহায়ক কাগজপত্রও জমা দিন।

৪. স্থানীয় মানবিক সংস্থার যোগ্যতা ও মানদন্ড

যে সকল স্থানীয় মানবিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থার নিচের কর্মসূচি সম্পর্কিত ও প্রশাসনিক যোগ্যতাসমূহ থাকলে, সেই সংস্থাকে আগ্রহ পত্র দাখিল করার জন্য উৎসাহীত করা হচ্ছে।

৪.১ প্রোগাম বা কর্মসূচিত সম্পর্কিত যোগ্যতা

- বাংলাদেশের **বরিশাল কিংবা সিলেট** বিভাগের যে কোন একটি বিভাগে সংস্থারটির সরাসরি মানবিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিস্তারিত প্রশাসনিক যোগ্যতা অংশে উল্লেখ করা আছে।
- প্রকল্পের অভীষ্ট স্থানীয় অন্যান্য মানবিক জরুরী মানবিক সাড়াদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে বিনিময় করার আগ্রহ থাকতে হবে। পাশাপাশি কার্যকর স্থানীয়করণ প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ও অবদান রাখতে আগ্রহী হতে হবে।
- পরবর্তীতে মানবিক কার্যক্রমে সাড়াদানের জন্য আগ্রহ ও দক্ষতা থাকতে হবে।
- কান্ট্রি স্টিয়ারিং কমিটির সাথে পরিপূরক হয়ে কার্যক্রম পরিচলালনা করতে আগ্রহী হতে হবে। পাশাপাশি, যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়ন, অভিজ্ঞাতা বিনিময়ে আগ্রহী হতে হবে।
- মানবিক সহায়তা কার্যক্রম কিংবা প্রস্তুতি কার্যক্রমে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং মানবিক কিংবা উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ডাবল ম্যান্ডেট থাকতে হবে। পাশাপাশি প্রকল্পের বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে আগ্রহী হতে হবে।
- পশ্চাৎপদ, হতদরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- কার্যকর মানবিক কার্যক্রমের প্রস্তুতি, সাড়াদান, সমন্বয়, এডভোকেসির জন্য নিজেদের মূল্যায়নের জন্য একটি মূল্যায়ন কৌশল তৈরি এবং বাস্তবায়নের জন্য কৌশল নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে।
- মানবিক সহায়তা কার্যকমের পাশাপাশি এডভোকেসিতে সরাসরি কার্যকর অংশগ্রহণের আগ্রহ থাকতে হবে।
- প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেও যাতে সংস্থা টিকে থাকে এবং মানবিক কার্যক্রমে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এ ব্যাপারে কৌশল নির্ধারণ ও প্রস্তুত করতে হবে।
- দলগত সংহতি, সমন্বয় ও সংহতকরণে আগ্রহ থাকতে হবে। অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে। এর ফলে পরবর্তীতে সে সকল স্থানীয় মানবিক সংস্থা ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে তাদের করণীয় সম্পর্কে নিজেরাই অবগত হয়ে যথাসময়ে কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে পারে।
- ইতোমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট পরিমাণে আন্তর্জাতিক অনুদান/ সহযোগিতা পায়নি এমন সংস্থা।
- কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ক্ষেত্রেই এই প্রকল্পের অনুরূপ দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প থাকতে পারবে।
- অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর দক্ষতা শক্তিশালীকরণে আগ্রহ থাকতে হবে।
- **উইমেন লেড অর্জানাইজেশন-কে প্রকল্পের অংশীদার করার ব্যাপারে প্রাধান্য দেওয়া হবে।**

৪.২ প্রশাসনিক যোগ্যতা

- একটি অলাভজনক, বেসকারি স্থানীয় মানবিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হতে হবে এবং অবশ্যই বাংলাদেশ **এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর** নিবন্ধন থাকতে হবে। পাশাপাশি, স্থানীয়কমিউনিটি বা স্থানীয় পর্যায়ে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ও সাড়াদানে **অন্তত ৫ বছরের** অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই **বরিশাল বিভাগ কিংবা সিলেট বিভাগের** অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহগুলো থেকে হতে হবে এবং সেখানে কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তাদের **প্রধান কার্যালয়/ হেড অফিস** অবশ্যই উল্লেখিত বিভাগের যে কোন একটিতে হতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষতা সম্পন্ন স্টাফ বা কর্মীদের নিয়োগ প্রদানে সক্ষম হতে হবে। (স্টাফ বা কর্মীদের বেতন প্রকল্প থেকে প্রদান করা হবে)।
- রেফারেন্স চেক ও উভয় দিক থেকেই অংশীদারিত্ব মূল্যায়নে আগ্রহ থাকতে হবে।
- বিশ্বাস ও সম্মান, পারস্পারিক পরিপূরতা, স্বচ্ছতা, দুর্নীতি দমন এবং জবাবদিহিতার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে অংশীদায়িত্ব করতে হবে।
- মানবিক স্ট্যান্ডার্ড যেমন কোর হিউম্যানিট্যারিয়ান স্টান্ডার্ড (CHS), আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কোড অব কন্ডাক্ট, দুর্যোগের ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে এনজিও কার্যক্রম ও নীতিমালা, কারো ক্ষতি নয় এই ধারণার সাথে একমত থাকা, স্ফেয়ার, জেন্ডার ও ডাইভারসিটি, কমিনিউটি এনগেজমেন্ট এন্ড একাউন্টিবিলিটি (সিইএ) , শিশু সুরক্ষা, সেফগার্ডিং , যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহকে সম্মান করা ও পালন করতে অবশ্যই সংস্থাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে।

৫. আগ্রহ পত্র জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য

আবেদনের জন্য আবেদন ফরম (**ইংরেজি ও বাংলা**) সংযোজন করা হলো। যে কোন প্রয়োজনে এই নাম্বারে (**+৮৮ ০১৬৮২ ৮২৫৩৪৩**) যোগাযোগ করা যাবে। অব্যশ্যই অফিস চলাকালীন (সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা) সময়ে যোগাযোগ করতে হবে।

আবেদনপত্র দাখিল করার শেষ সময়: ৩০ জুন ২০২৪ (বিকাল ৫ টা)

আবদেন ফরম **"EOI application template"** ও অন্যান্য সম্পর্কিত ডকুমেন্টস ই-মেইলের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে। এই ই-ইমেল (mb.procurement-bangladesch@malteser-international.org) আবদেন প্রেরণ করতে হবে।

আবেদনের ই-মেইল সাবজেক্ট লাইনে (**"Submission: ToGETHER Project 2.0)** অবশ্যই লিখতে হবে। আবেদন অনলাইনে **বাংলায় অথবা ইংরেজিতে** জমা দেওয়া যাবে। বাছাইকৃত সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পাওয়া আবেদনকারী স্থানীয় এনজিও/সংস্থাসমূহের সাথে পরবর্তী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার জন্য যোগাযোগ করা হবে।